# প্রাইমারি সাবজেক্টিভ ফুল মডেল টেস্ট ১ (সাধারণ জ্ঞান)

**১। বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে অতিক্রম করেছে কোন রেখা?**

(ক) ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা
(খ) ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা
(গ) ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা*
(ঘ) ৯০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে অতিক্রম করেছে **৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।**
- এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।
- এ দেশ ২০°৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°১′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে অতিক্রম করেছে ২৩°.৫° উত্তর অক্ষরেখা যা কর্কটক্রান্তি নামে পরিচিত।

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত কিলোমিটার?**

(ক) ২০০ কি.মি.
(খ) ২৫০ কি.মি.
(গ) ৩৭০ কি.মি*
(ঘ) ৩৫০ কি.মি.

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা **৩৭০ কি.মি.।**
- সমুদ্রসীমা পরিমাপের একক হলো নটিক্যাল মাইল।
- ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কি.মি.।
- বাংলাদেশের-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা মামলায় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেয়।
- এ রায়ের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে উপকূলীয় বেজলাইন ধরে ১২ নটিক্যাল মাইল রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল লাভ করে বাংলাদেশ।
- এছাড়া বাংলাদেশের মহীসোপান রয়েছে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল।

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**৩। বাংলাদেশের কোন জেলায় লালমাই পাহাড় অবস্থিত?**

(ক) রাজশাহী
(খ) গাজীপুর
(গ) কুমিল্লা*
(ঘ) টাঙ্গাইল

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- লালমাই পাহাড় **কুমিল্লা** জেলায় অবস্থিত।
- এটি প্লাইস্টোসিন কালের সোপানের অন্তর্ভুক্ত।
- প্লাইস্টোসিনকালের সোপানের অন্তভুক্ত বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহ হলো:
  * বরেন্দ্রভূমি: দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রায় ৯৩২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। এর অবস্থান ছিল বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে।
  * মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এর আয়তন ৪১০৩ বর্গকি.মি.।
  * লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকি.মি.।

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**৪। বাংলাদেশের কোন জেলায় ব-দ্বীপ সমভূমি রয়েছে?**

(ক) যশোর*
(খ) কক্সবাজার
(গ) দিনাজপুর
(ঘ) নোয়াখালী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের **যশোর** জেলায় ব-দ্বীপ সমভূমি রয়েছে।
- এটি সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভূক্ত।
- ব-দ্বীপ সমভূমির অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য অঞ্চল হলো ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ।
- সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:
  * পাদদেশীয় সমভূমি: রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল।

Bidyabari
your success benchmark

* বন্যা প্লাবন সমভূমি: ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট।
* ব-দ্বীপ সমভূমি: ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ।
* উপকূলীয় সমভূমি: নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সাবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত।
* স্রোতজ সমভূমিঃ খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**৫। সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়েছে কোন নদীর?**

(ক) পদ্মা
(খ) সাঙ্গু
(গ) মাতামুহুরী
(ঘ) করতোয়া*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে **করতোয়া** নদীর উৎপত্তি হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গের কালের সর্বপ্রধান ও পবিত্র নদী ছিল করতোয়া।
- প্রাচীন নগরী পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী (বর্তমান মহাস্থানগড়) এ নদীর তীরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল হলো:

| নদ-নদী | উৎপত্তিস্থল |
|---|---|
| পদ্মা | হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ |
| মেঘনা | আসামের লুসাই পাহাড় |
| বন্ধাপুত্র | তিব্বতের বৈকাল শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ |
| কর্ণফুলী | মিজোরামের লুসাই পাহাড় |
| হালদা | খাগড়াছড়ির বানদাতলী পর্বতশৃঙ্গ |
| করতোয়া | সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল |
| সাঙ্গু | আরাকানের পার্বত্য অঞ্চল |
| মাতামুহুরী | লামার মইভার পর্বত |

**উৎস:** বাংলাপিডিয়া এবং ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**৬। কোন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে শৈত্যপ্রবাহের আগমন ঘটে?**

(ক) উত্তর-পূর্ব*
(খ) দক্ষিণ-পশ্চিম
(গ) দক্ষিণ-পূর্ব
(ঘ) উত্তর-পশ্চিম

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **উত্তর-পূর্ব** মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে শৈত্যপ্রবাহের আগমন ঘটে।
- এই মৌসুম রবিশষ্য চাষ করার উপযোগী সময়।
- এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের শীতকাল শুষ্ক থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয় না।
- সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল বিরাজ করে। এসময় (জানুয়ারি) তাপমাত্রা সবথেকে কম থাকে। সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১° সেলিসয়াস। দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা সবথেকে কম থাকে।
- অপরদিকে, দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্ষাকাল বিদ্যমান থাকে এবং ৮০% বৃষ্টিপাত ঘটে।

**উৎস:** ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**৭। প্রাচীন কালে 'নাব্য' অঞ্চলটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?**

(ক) হরিকেল
(খ) সমতট
(গ) বঙ্গ*
(ঘ) চন্দ্রদ্বীপ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- প্রাচীন কালে 'নাব্য' অঞ্চলটি **বঙ্গ** জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল।
- ধারণা করা হয়, এখানে 'বঙ্গ' নামে একটি জাতি বাস করতো তাই জনপদটি বঙ্গ নামে পরিচিত হয়।
- বঙ্গ জনপদটি দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল- একটি 'বিক্রমপুর' অন্যটি 'নাব্য'।
- নাব্যের অবস্থান ছিল ফরিদপুর, বরিশাল এবং পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি অঞ্চলে।
- এর রাজধানী ছিল বরিশাল যা রাজা ত্রৈলোকচন্দ্রের নাম অনুসারে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।
- বিক্রমপুরের অন্তর্ভূক্ত এলাকা ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং নারায়ণগঞ্জ।
- অন্যদিকে, হরিকেলের অবস্থান ছিল বর্তমান সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত।
- সমতটের অবস্থান ছিল বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে।

- চন্দ্রদ্বীপ নামক ক্ষুদ্র জনপদের অবস্থান ছিল বর্তমান বরিশালে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**৮। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার কত সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?**

(ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৯ অব্দে
(খ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে*
(গ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে
(ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৩ অব্দে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- গ্রিক বীর আলেকজান্ডার **খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে** ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।
- বাংলাদেশে তখন 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল।
- গঙ্গা নদীর দুটি স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল।
- গ্রিক গ্রন্থকারগণ গঙ্গারিডই ছাড়াও 'প্রসিঅয়' নামে অপর এক জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।
- তার মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে গ্রিক শাসনের অবসান হয় এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**৯। 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' কার শাসনামলে সংঘটিত হয়?**

(ক) গোপাল
(খ) ধর্মপাল*
(গ) দ্বিতীয় মহিপাল
(ঘ) দেবপাল

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' সংঘটিত হয় **ধর্মপালের** শাসনামলে।
- পাল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ধর্মপাল।
- বাংলা ও বিহারব্যাপী তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।
- তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে (৭৮১ থেকে ৮২১) সফলতার সাথে রাজ্য শাসন করেন।
- উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এসময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। যথা: ১. বাংলার পাল, ২. রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার, ৩. দক্ষিনাজ্যের রাষ্ট্রকূট।
- ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত।
- এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১০। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল কোনটি?**

(ক) চন্দ্র বংশ*
(খ) দেব বংশ
(গ) খড়গ বংশ
(ঘ) বর্ম বংশ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল **চন্দ্র বংশ।**
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন অঞ্চল।
- পাল শাসনামলে এ অঞ্চল স্বাধীন হয়।
- এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কতগুলো স্বাধীন রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে।
- এগুলো হলোঃ খড়গ বংশ, দেব বংশ, চন্দ্র বংশ এবং বর্ম বংশ।
- দশম থেকে এগারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ রাজারা শাসন করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১১। মাৎসন্যায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?**

(ক) 'মেঘদূত' গ্রন্থে
(খ) 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে*
(গ) 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে
(ঘ) 'রামচরিত' গ্রন্থে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- মাৎসন্যায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় কৌটিল্যের **'অর্থশাস্ত্র'** গ্রন্থে।
- শশাংকের মৃত্যুর পর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে (৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলায় এক ধরনের অরাজকতার সূচনা হয়। এটি মাৎসন্যায় নামে পরিচিত।
- মাৎসন্যায় বলতে এমন পরিস্থিতিকে বুঝায় যেখানে বাংলার আশেপাশের বড় বড় রাজাগণ তাদের শক্তি প্রয়োগ করে ইচ্ছামত ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে দখল করতে থাকে।
- এই অরাজকতা চলতে থাকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

Biddabari
your success partner

- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজ্যভার গ্রহণের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত অবসান ঘটে।
- অপরদিকে, 'মেঘদূত' কালিদাস, 'ঐতরেয় আরণ্যক' ঋকদেব, 'রামচরিত' সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত প্রাচীন গ্রন্থ।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণিপ্রাচীন গ্রন্থ।

**১২। পণ্ডিত বিহার কোথায় অবস্থিত?**

ক) মহাস্থানগড়ে
(খ) পাহাড়পুরে
(গ) দিনাজপুরে
(ঘ) চট্টগ্রামে*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **পণ্ডিত বিহার চট্টগ্রামে অবস্থিত।**
- এটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি বিশ্ববিদ্যালয়।
- এখানে অতীশ দীপঙ্কর অধ্যাপনা করেন।
- চট্টগ্রামে অবস্থিত অপর একটি বিহার হলো মহামুনি বিহার।
- প্রাচীন যুগে নির্মিত কয়েকটি বিহার ও এগুলোর অবস্থান দেয়া হলোঃ

| বিহার | অবস্থান |
|---|---|
| আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার | কুমিল্লা |
| সীতাকোট বিহার, জগদ্দল বিহার | দিনাজপুর |
| ভাসু বিহার | বগুড়া |
| সীমা বিহার | কক্সবাজার |
| সোমপুর বিহার, হলুদ বিহার | নওগা |

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১৩। বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?**

(ক) আলিবর্দি খান
(খ) সিরাজউদ্দৌলা
(গ) মুর্শিদকুলি খান*
(ঘ) সুজাউদ্দিন খান

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খান।
- তিনি ১৭০০ সালে বাংলার ক্ষমতায় আসেন।
- সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন।
- তার সময়ে সুবা বাংলা স্বাধীন হয়ে পড়ে।
- এ সময় সুবা কে বলা হত 'নিজামত' আর সুবেদারকে বলা হত 'নাজিম'।
- তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে।
- তার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১৪। গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা কে নির্মাণ করেন?**

(ক) রুকনুদ্দিন বরবক শাহ*
(খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
(গ) নসরত শাহ
(ঘ) ফিরোজ শাহ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা নির্মাণ করেন রুকনুদ্দিন বরবক শাহ।
- তিনি ইলিয়াস শাহি বংশের শাসক ছিলেন।
- মধ্যযুগে নির্মিত অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপত্য গুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

| স্থাপত্য | নির্মাতা |
|---|---|
| ছোট সোনা মসজিদ | আলাউদ্দিন হুসেন শাহ |
| বড় সোনা মসজিদ বা বারোদুয়ারি মসজিদ | নসরত শাহ |
| ফিরোজ মিনার | ফিরোজ শাহ |
| ষাট গম্বুজ মসজিদ | খান জাহান আলী |
| এক লাখি মসজিদ | জালাল উদ্দিন |
| ছোট কাটরা | শায়েস্তা খান |
| বড় কাটরা | শাহ সুজা |

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১৫। নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় কত সালে?**

(ক) ১৮৫৯ সালে*
(খ) ১৮৬০ সালে
(গ) ১৮৬১ সালে
(ঘ) ১৮৬২ সালে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় **১৮৫৯** সালে।

your success benchmark

- এই আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ ছিলেন সর্দার বিশ্বনাথ।
- এই বিদ্রোহ শুরু হয় বৃহত্তর যশোর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে।
- যশোরে নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন নবীন মাধব এবং বেনী মাধব নামের দুই ভাই।
- এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠিত হয়।
- নীল কমিশনের চেয়ারম্যান সিলেন ডব্লিউ এস সিটনকার।
- এই কমিশন গঠনের ফলে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়।
- ১৮৯২ সালে কৃত্তিম নীল আবিষ্কারের ফলে উপমহাদেশে নীল চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১৬। দ্বৈত শাসনের প্রবক্তা কে ছিলেন?**

(ক) লর্ড কর্নওয়ালিস
(খ) উইলিয়াম বেন্টিংক
(গ) ওয়ারেন হেস্টিংস
(ঘ) রবার্ট ক্লাইভ*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- দ্বৈত শাসনের প্রবক্তা ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ।
- ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের মূল শাসন ক্ষমতা চলে যায় রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- তিনি ১৭৬৫ সালে দ্বৈত শাসন নীতি নামে এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।
- এই নীতি অনুসারে বিচার ও শাসন ক্ষমতা থাকে নবাবের হাতে এবং রাজস্ব ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোম্পানের উপর।
- এর ফলশ্রুতিতে ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
- ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের অবসান করেন।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

**১৭। পাকিস্তানের কোন প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন?**

(ক) খাজানাজিমুদ্দিন
(খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) নূরুল আমিন
(ঘ) লিয়াকত আলী খান*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী **লিয়াকত আলী খান** সর্বপ্রথম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন।
- লিয়াকত আলী খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।
- ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব করলে তিনি এর বিরোধিতা করেন।
- ১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক ছাত্রসভায় তিনি ভাষণ দেন। এসময় তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে সমর্থন দেন এবং ছাত্রদের দাবি অগ্রাহ্য করেন।
- অপরদিকে, ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'

**উৎস:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক এবং ব্রিটানিকা।

**১৮। প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক কে ছিলেন?**

(ক) আবুল কাশেম
(খ) নুরুল হক ভূঁইয়া*
(গ) আব্দুল মতিন
(ঘ) শামসুল আলম

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

- এর আহবায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **নূরুল হক ভূঞা।**
- রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গঠিত অন্যান্য পরিষদসমূহ হলো:

| আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর নাম | আহবায়ক | গঠনের সময় |
|---|---|---|
| রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (২য়) | শামসুল আলম | ২ মার্চ, ১৯৪৮ |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ | আব্দুল মতিন | ১১মার্চ,১৯৫০ |
| সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ | কাজী গোলাম মাহবুব | ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ |

**উৎস:** বাংলাপিডিয়া এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**১৯। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা কত ছিল?**

(ক) ২২৩টি
(খ) ২৬৯টি
(গ) ১৬৭টি
(ঘ) ১৪৩টি*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা ছিল **১৪৩ টি।**
- ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি।
- ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি এবং মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন।
- ৭২টি অমুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন লাভ করে।
- মুসলিম এবং অমুসলিম আসন মিলে যুক্তফ্রন্ট সর্বমোট আসন পায় ২২৩টি।
- যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত ২২৩টি আসনের মধ্যে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসন ছিল নিম্নরূপ:

| দলের নাম | প্রাপ্ত আসন সংখ্যা |
|---|---|
| আওয়ামী লীগ | ১৪৩টি |
| কৃষক শ্রমিক পার্টি | ৪৮টি |
| নেজামে ইসলাম | ১৯টি |
| গণতন্ত্রী পার্টি | ১৩টি |

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**২০। ছয় দফার কত নম্বর দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?**

(ক) ২ নং
(খ) ৩ নং
(গ) ৪ নং
(ঘ) ৫ নং*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ছয় দফার **৫ নম্বর দফায়** বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- বাঙালির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে খ্যাত ছয় দফার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ, বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- ছয় দফার আলোচ্য দাবি গুলো হলো:
  * ১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়ে তুলতে হবে।
  * ২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  * ৩য় দফা: দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা এবং দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে তবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অর্থ পাচার না হতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
  * ৪র্থ দফা: সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
  * ৫ম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  * ৬ষ্ঠ দফা: নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলোতে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

**উৎস:** বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**২১। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে কোন বুদ্ধিজীবী শহীদ হন?**

(ক) মতিউর রহমান মল্লিক
(খ) আসাদুজ্জামান

Bidyabari your success benchmark

(গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক
(ঘ) মুহম্মদ শামসুজ্জোহা*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের শহীদ বুদ্ধিজীবী হলেন **মুহম্মদ শামসুজ্জোহা।**
- ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তা ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে রূপ নেয়।
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ হলেন আসাদুজ্জামান। অন্যান্য শহীদগণ হলেন:

| নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|
| আসাদুজ্জামান আসাদ | * গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ<br>* শহীদ হন: ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে<br>* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন |
| মতিউর রহমান মল্লিক | * শহীদ হন: ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে |
| সার্জেন্ট জহরুল হক | * শহীদ হন: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে<br>* আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নং আসামী ছিলেন |
| মুহম্মদ শামসুজ্জোহা | * দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী<br>* তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর<br>* শহীদ হন ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে |

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক এবং বাংলাপিডিয়া।

**২২। সত্তরের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ আসন ছিল কতটি?**

(ক) ১৬৯টি
(খ) ২৮৮টি
(গ) ১৬২টি*
(ঘ) ২৯৮টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন ছিল ১৬৯টি। এর মধ্যে **সাধারণ আসন ১৬২টি** এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ৭টি।
- ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬০টি এবং সংরক্ষিত মহিলা ৭টি আসনসহ মোট আসন পেয়েছিল ১৬৭টি।
- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে শতকরা ৯৮.৭টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১ ভাগ লাভ করে।
- এই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা ছিল ৩১০ টি।
- প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৮টি আসন (সাধারণ ২৮৮ এবং মহিলা আসন ১০টি)।

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**২৩। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গঠিত হয় কবে?**

(ক) ১ মার্চ*
(খ) ২ মার্চ
(গ) ৩ মার্চ
(ঘ) ৪ মার্চ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **১৯৭১ সালের ১ মার্চ** বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চার জন ছাত্রনেতা এক বৈঠকে বসে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।
- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদসস্যগণ হলেন:
  ১. নূরে আলম সিদ্দিকী: সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
  ২. শাহাজাহান সিরাজ: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
  ৩. আ.স.ম. আব্দুর রব: সহ-সভাপতি, ডাকসু
  ৪. আব্দুল কুদ্দুস মাখন: সাধারণ-সম্পাদক, ডাকসু
- এই চারজন ছাত্র নেতাকে মুক্তিযুদ্ধের চার খলিফা বলা হতো।
- ২ মার্চ হরতাল চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।
- ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান সিরাজ।

idealtarf your success benchmark

**তথ্যসূত্র:** বাংলাপিডিয়া এবং পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**২৪। নিচের কোন বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না?**

(ক) গণহত্যা তদন্ত
(খ) সামরিক বাহিনী গঠন*
(গ) সৈন্যদের ব্যারাকে প্রেরণ
(ঘ) সামরিক আইন প্রত্যাহার

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **সামরিক বাহিনী গঠনের বিষয়টি** বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সামরিক সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।
- সারা দেশে নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লক্ষ জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তা বিশ্ব ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে।
- এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চারটি দাবী উপস্থাপন করেন। এগুলো হলো:
  ১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার
  ২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া
  ৩. গণহত্যার তদন্ত করা এবং
  ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**২৫। মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন—**

(ক) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং মেজর এম. এ. মঞ্জুর
(খ) মেজর কে. এম শফিউল্লাহ এবং মেজর এম. এ মঞ্জুর
(গ) মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর এটিএম হায়দার*
(ঘ) মেজর নাজমুল হক এবং কাজী নুরুজ্জামান

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৭১ সালের (১১-১৭) জুলাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।
- ১১টি সেক্টরের অধীনে ১৬ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। নিচে তাদের নাম ও দায়িত্বাধীন সেক্টর দেওয়া হলো:

| সেক্টর | নাম |
|---|---|
| এক | মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল-১০ জুন) মেজর রফিকুল ইসলাম (১১ জুন-১৬ ডিসেম্বর) |
| **দুই** | **মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এটিএম হায়দার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)** |
| তিন | মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (অক্টোবর-ডিসেম্বর) |
| চার | মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত (এপ্রিল-ডিসেম্বর) |
| পাঁচ | মেজর মীর শওকত আলী (এপ্রিল-ডিসেম্বর) |
| ছয় | উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার (জুন-ডিসেম্বর) |
| সাত | মেজর নামজুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর) |
| আট | মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) মেজর এম এ মঞ্জুর (জুলাই-ডিসেম্বর) |
| নয় | মেজর এম এ জলিল (জুন-ডিসেম্বর) |
| দশ | কোন নির্দিষ্ট কমান্ডার ছিল না |
| এগার | মেজর আবু তাহের (আগস্ট-নভেম্বর) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) |

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**২৬।' অপারেশন বিগ বার্ড' অভিযান পরিচালিত হয় কবে?**

(ক) ২৫ মার্চ*
(খ) ১৭ এপ্রিল
(গ) ১৪ ডিসেম্বর
(ঘ) ১৫ আগস্ট

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ** 'অপারেশন বিগ বার্ড' অভিযান পরিচালিত হয়।
- 'অপারেশন বিগ বার্ড' হলো বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার অভিযান।
- ২৫ মার্চ কাল রাতের অপারেশন সার্চলাইটে বঙ্গবন্ধুর কোডনেম ছিলো 'বিগ বার্ড'।
- এর নের্তৃত্বে ছিলেন পাকিস্তান আর্মির ব্রিগেডিয়ার জহের আলম খান এবং মেজর বেলাল।
- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের রেডিও বার্তা ছিলঃ 'The Big Bird in Cage'
- মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্যান্য অপারেশন হলো:

| অপারেশন | সংঘটনের সময় | পরিচয় |
|---|---|---|
| অপারেশন সার্চলাইট | ২৫ মার্চ মধ্যরাত | পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যা অভিযান |
| অপারেশন জ্যাকপট | ১৫ আগস্ট | বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌ-সেক্টর পরিচালিত গেরিলা অপারেশন |
| অপারেশন ক্লোজ ডোর | শেষ হয় ১৭ মার্চ ১৯৭২ | মুক্তিযুদ্ধের পর অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার অভিযান |

**তথ্যসূত্র:** বাংলাপিডিয়া।

**২৭। ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়?**

(ক) মর্নিং নিউজ
(খ) নিউস উইক
(গ) নিউইয়র্ক টাইমস
(ঘ) ডেইলি টেলিগ্রাফ*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র।
- বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ **ডেইলি টেলিগ্রাফের** সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।
- জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে তিনি গণহত্যার ছবিগুলো লন্ডনে প্রেরণ করেন।
- তাঁর পাঠানো এবং Daily Telegraph এর ৩০ মার্চ সংবাদের শিরোনাম ছিল: 'ট্যাংক দিয়ে পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমন করা হচ্ছে: ৭০০০ নিহত, ঘরবাড়ি জন্মীভূত।'
- তাঁকে ২০১২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- তিনি ২০২১ সালের ১৬ জুলাই রোমানিয়ার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু বরণ করেন।

**তথ্যসূত্র:** পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

**২৮। সংবিধান রচনা কমিটির মোট সদস্য ছিল কতজন?**

(ক) ৩৫ জন
(খ) ৩৪ জন*
(গ) ৩৩ জন
(ঘ) ৩০ জন

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান প্রণয়ন করা।
- সংবিধান রচনা কমিটির **মোট সদস্য ছিলেন ৩৪ জন**। সভাপতি ছিলেন গণপরিষদের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।
- এই কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং একমাত্র মহিলা সদস্য বেগম রাজিয়া বানু।
- সংবিধান রচনা কমিটির প্রথম বৈঠক হয়েছিল ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।
- সংবিধান রচনা কমিটি গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করে ১২ অক্টোবর এবং এটি গৃহিত ও পাস হয় ৪ নভেম্বর।
- ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর ৩৯৯ জনের স্বাক্ষর শেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে সংবিধান কার্যকর হয়।

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশের সংবিধান, আরিফ খান।

**২৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বর্ণিত আছে?**

(ক) ১৫ (ক)
(খ) ১৫ (খ)
(গ) ১৫ (গ)
(ঘ) ১৫ (ঘ)*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের **১৫ (ঘ) নং অনুচ্ছেদে** সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বর্ণিত আছে।
- ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা
(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার
(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার৷ নিশ্চিত করা।

**তথ্যসূত্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

**৩০। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী?**

(ক) সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি
(খ) বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা পরিবর্তন
(গ) সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি*
(ঘ) বিচারপতিদের অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সংবিধানের সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো সংসদে সংরক্ষিত **নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি।**
- সপ্তদশ সংশোধনটি ২০১৮ সালে আনা হয়।
- এই সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ ২০৪৪ সাল পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকবে।
- ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রথমবারের মত ১৫টি নারী সংরক্ষিত আসন যোগ করা হয়। এরপর পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ১৫ থেকে ৩০টি করা হয়।
- ২০০৪ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন আরো ১৫টি বৃদ্ধির মাধ্যমে ৪৫টি করা হয়।
- সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হয়।
- অপরদিকে, বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যাস্ত করার বিষয়টি সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ২০১৪ সালে।

**তথ্যসূত্র:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

**৩১। নিচের কোনটি পেঁয়াজের একটি উন্নত জাতের নাম?**

(ক) তাহেরপুরী*
(খ) তারাপুরি
(গ) চন্দ্রমুখী
(ঘ) রূপালি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- তাহেরপুরী হলো পেয়াজের একটি উন্নতজাতের নাম।
- পেয়াজের অন্যান্য কিছু উন্নত জাত হলো: ভাতি, ঝিটকা, কৈলাসনগর প্রভৃতি।
- অপরদিকে, তারাপুরি হলো বেগুনের একটি উন্নত জাতের নাম। বেগুনের অন্যান্য উন্নত জাত হলো: উত্তরা, নয়নতারা, কাজল প্রভৃতি।
- চন্দ্রমুখী হলো মরিচের একটি উন্নত জাত, মরিচের অন্যান্য কিছু উন্নত প্রজাতি হলো যমুনা, চাতক, সনিক, মেজর প্রভৃতি।
- রূপালি ও ভেলফোজ হলো তুলার উচ্চ ফলনশীল জাত।

**তথ্যসূত্র:** বিভিন্ন জেলার ওয়েবসাইট এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৩২। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?**

(ক) ১৯৭০ সালে*
(খ) ১৯৬১ সালে
(গ) ১৯৭২ সালে
(ঘ) ১৯৭৬ সালে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) প্রতিষ্ঠিত হয় **১৯৭০ সালে।**

- এটি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।
- এটি গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান অঙ্গ সংস্থা।
- এটির প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিলক্ষ্য হচ্ছে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ধানভিত্তিক প্রযুক্তিসমূহের নিরন্তর উন্নয়ন।
- অপরদিকে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।

**তথ্যসূত্র:** সংশ্লিষ্ট সংস্থার ওয়েবসাইট।

**৩৩। মহিষ প্রজনন কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?**

(ক) ফকিরহাট, বাগেরহাট*
(খ) রামু, কক্সবাজার
(গ) চকোরিয়া, কক্সাবাজার
(ঘ) সাভার, ঢাকা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের মহিষ প্রজনন কেন্দ্র **বাগেরহাটের ফকিরহাটে** অবস্থিত।
- বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাণীর প্রজনন কেন্দ্র নিম্নরূপ:

| প্রাণীর নাম | প্রজনন কেন্দ্র |
|---|---|
| গরু | সাভার, ঢাকা |
| হরিণ | চকোরিয়া, কক্সবাজার |
| ছাগল | টিলাগড়, সিলেট |
| কুমির | করমজল, সুন্দরবন |
| বন্যপ্রাণী | ডুলাহাজরা, কক্সবাজার |

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট।

**৩৪। নিচের কোনটি মাঠ ফসলের অন্তর্ভুক্ত?**

(ক) আলু
(খ) পটল
(গ) আম
(ঘ) পাট*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **পাট** এক ধরণের মাঠ ফসল।
- যে সকল ফসল সুপরিসরে একটি মাঠে নির্দিষ্ট সময় ধরে চাষ করা হয় এবং ঐ ফসলের উপরই কৃষকের জীবন জীবিকা নির্ভর করে তাকে মাঠ ফসল বলে। যেমন: ধান, গম, ভূট্টা, তুলা, **পাট** প্রভৃতি।
- অপরদিকে, আলু, পটল, আম হলো উদ্যান ফসল। যে সব ফসল স্বল্প পরিসরে বাগানে বা বাড়ির আঙিনায় চাষ করা হয় তাকে উদ্যান ফসল বলে। যেমন: শিম, ফুলকপি, কাঁঠাল, লিচু, জবা প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** কৃষি শিক্ষা, ৯ম-১০ম শ্রেণী।

**৩৫। বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কোথায় অবস্থিত?**

(ক) গাজীপুর
(খ) রংপুর
(গ) ঢাকা*
(ঘ) নওগা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।
- এটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যা কৃষির লাগসই এবং টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের কৃষি এবং কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে থাকে।
- বাংলাদেশ কৃষিমন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্যান্য কিছু সংস্থার কার্যালয় হলো:

| সংস্থা | অবস্থান |
|---|---|
| **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)** | **খামারবাড়ি, ঢাকা** |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) | জয়দেবপুর, গাজীপুর |
| বাংলাদেশ সুগারক্রপ ইনস্টিটিউট (BSRI) | ঈশ্বরদী, পাবনা |
| কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS) | খামারবাড়ি, ঢাকা |
| বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি | গাজীপুর |
| মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট | ফার্মগেট, ঢাকা |
| বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা ইনস্টিটিউট | নশিপুর, দিনাজপুর |

**তথ্যসূত্র:** কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট।

**৩৬। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থা কোনটি?**

(ক) BIDS

(খ) NAPD
(গ) ECNEC*
(ঘ) NEC

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থা হলো **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী বা Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC).**
- ECNEC এর চেয়ারম্যান হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিকল্প চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী।
- অপরদিকে National Economic Council (NEC) বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ হলো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ।
- NEC এর সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং এটি পরিকল্পনা বিভাগকে সচিবিক সহায়তা দিয়ে থাকে।
- Bangladesh Institute of Development studies (BIDS) বা বাংলাদেশ উন্নয়ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন নিয়ে গবেষণা করে।
- NAPD বা National Academy for Planning and Development হলো বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

**তথ্যসূত্র:** সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইট।

**৩৭। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কোথায় অবস্থিত?**

(ক) চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি
(খ) ঈশ্বরদী, পাবনা
(গ) গোপালপুর, নাটোর
(ঘ) দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সর্ববৃহৎ চিনিকল হলো কেরু এন্ড কোম্পানি চিনি কল। **এটি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা উপজেলায় অবস্থিত।**
- বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি চিনিকল রয়েছে।
- বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম চিনিকল হলো নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল। এটি নাটোরের গোপালপুরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান চিনিকলগুলো হলো:

| নাম | অবস্থান |
|---|---|
| মোবারকগঞ্জ চিনিকল | নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ |
| জিল বাংলা চিনিকল | দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর |
| সেতাবগঞ্জ চিনিকল | দিনাজপুর |
| শ্যামপুর চিনিকল | রংপুর |

**তথ্যসূত্র:** বাংলাপিডিয়া।

**৩৮। বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক ব্যাংক কতটি?**

(ক) ৬১টি
(খ) ৫৮টি*
(গ) ৩৬টি
(ঘ) ৪৩টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহকে প্রধানত ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে **৫৮টি।**
- তফসিলভূক্ত ব্যাংক আছে ৬১টি। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো ৬টি, সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক হলো ৩টি, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪৩টি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৯টি।
- বিশেষায়িত ৩টি ব্যাংক ছাড়া বাকি ৫৮টি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- বিশেষায়িত ৩টি ব্যাংক হলো:
  ১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
  ২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ণ ব্যাংক
  ৩. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

**তথ্যসূত্র:** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ওয়েবসাইট।

**৩৯। বাংলাদেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রটি কোন জেলায় অবস্থিত?**

(ক) সিলেট
(খ) হবিগঞ্জ
(গ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(ঘ) ভোলা*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- দেশের সর্বশেষ (২৯তম) গ্যাসক্ষেত্র ইলিশা-১ **ভোলা জেলায় অবস্থিত। এ** নতুন গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)।

- এটি ভোলা জেলার তৃতীয় গ্যাসক্ষেত্র। অন্য দুটি হলো শাহবাজপুর ও ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্র।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে।
- দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র হলো তিতাস। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত। এতে উৎপাদনরত কূপের সংখ্যা ২৪টি।
- বাংলাদেশের অন্যান্য কিছু গুরত্বপূর্ণ গ্যাসক্ষেত্র হলো:

| গ্যাসক্ষেত্রের নাম | অবস্থান |
|---|---|
| ছাতক | সুনামগঞ্জ |
| হরিপুর, কৈলাসটিলা, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ | সিলেট |
| তিতাস, সালদা, শ্রীকাইল | ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
| রশিদপুর, বিবিয়ানা | হবিগঞ্জ |
| সেমুতাং | খাগড়াছড়ি |
| বাখরাবাদ, লালমাই, ভাঙ্গুরা | কুমিল্লা |
| সুন্দলপুর | নোয়াখালী |
| সাঙ্গু | চট্টগ্রাম |

**তথ্যসূত্রঃ** পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্সের ওয়েবসাইট

**৪০। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু জিডিপি কত?**

(ক) ২৬৫৭ মার্কিন ডলার*
(খ) ২৮৮৫ মার্কিন ডলার
(গ) ২৭৬৫ মার্কিন ডলার
(ঘ) ২৮২৪ মার্কিন ডলার

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু জিডিপি ২৬৫৭ মার্কিন ডলার।
- একটি দেশের অভ্যন্তরে এক বছরে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারে সামষ্টিক মূল্যই হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন বা গ্রোস ডমেস্টিক প্রডাক্ট (জিডিপি)।
- অপরদিকে, মাথাপিছু আয় হলো ২৭৬৫ মার্কিন ডলার।
- কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের মোট জাতীয় আয়কে সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬ ধরে মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে—
  * জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার—৬.০৩%।
  * মূল্যস্ফীতি—৭.৫০%।
  * বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ—৩০.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩।

**৪১। ষষ্ঠ আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?**

(ক) ১.৩৭%
(খ) ১.৩%
(গ) ১.২২%*
(ঘ) ১.৩২%

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার **১.২২%**।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩%।
- ষষ্ঠ জনশুমারি এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য নিম্নরুপ:

| | ষষ্ঠ জনশুমারি | অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ |
|---|---|---|
| মোট জনসংখ্যা | ১৬.৫১ কোটি | ১৬.৯৮ কোটি |
| পুরুষ-নারীর অনুপাত | ৯৮:১০০ | ৯৮.১:১০০ |
| সাক্ষরতার হার | ৭৪.৬৬% | ৭৬.৪% |

**তথ্যসূত্র:** পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট।

**৪২। নিচের কোন উপজাতিটি বাংলাদেশের বাস করে না?**

(ক) কসাক*
(খ) ভূমিজ
(গ) মুন্ডা
(ঘ) ডালু

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ষষ্ঠ জনশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে মোট উপজাতির সংখ্যা ৫০ টি।
- এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উপজাতি হলো: চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, রাখাইন, খাসিয়া, তঞ্চঙ্গা, গারো, ওঁরাও, লুসাই, খিয়াং, চাক, মনিপুরী, হাজং, মুন্ডা, ডালু, ননিয়া প্রভৃতি।

Bidyabari your success benchmark

- ভূমিজ উপজাতি মৌলভীবাজার, মুন্ডা সিলেট এবং ডালু উপজাতিরা ময়মনসিংহ ও শেরপুরে বসবাস করে।
- অপরদিকে, **কসাক** উপজাতিটি পোল্যান্ড, ইউক্রেনে বসবাস করে।
- বাংলাদেশের উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাস করে পার্বত্য চট্রগ্রামে। পার্বত্য চট্রগ্রামে উপজাতির সংখ্যা ১৩টি।
- সবচেয়ে কম বাস করে মেহেরপুর জেলায়

**তথ্যসূত্র:** বাংলাদেশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ওয়েবসাইট এবং চট্রগ্রাম জেলার ওয়েবসাইটে।

**৪৩। সমতলে বাসকারী বৃহত্তম উপজাতি কোনটি?**

(ক) রাখাইন
(খ) পাংখোয়া
(গ) গারো
(ঘ) সাঁওতাল*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সমতলে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে বৃহত্তম হলো **সাঁওতাল।**
- এরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে বসবাস করে।
- এরা অধিকাংশ সনাতন ধর্মালম্বী। তবে কিছু কিছু খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী।
- সাঁওতালদের পরিবার কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক এবং এদের প্রধান উৎসব হলো সোহরাই।
- সাঁওতাল ছাড়াও সমতলে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে ওঁরাও, তেলী, খাসিমালো, রাজবংশী, মাহাতো, বাজোয়াড় প্রভৃতি।
- অপরদিকে, রাখাইনে গোষ্ঠি পটুয়াখালী, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজারে; পাংখোয়া পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং গারো উপজাতি ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর এলাকার পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে।

**তথ্যসূত্র:** সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট।

**৪৪। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে কত সালে?**

(ক) ১৯৯৬ সালে
(খ) ১৯৯৭ সালে
(গ) ১৯৯৯ সালে*
(ঘ) ২০০০ সালে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহন করে **১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপের সপ্তম আসরে।**
- বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল নিউজিল্যান্ড।
- বাংলাদেশ বিশ্বকাপে প্রথম জয়লাভ করে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপে প্রথম অধিনায়ক ছিলেন আমিনুল ইসলাম।
- অপরদিকে, বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে ১৯৯৭ সালে।
- টেস্ট মর্যাদা লাভ করে ২০০০ সালে।

**তথ্যসূত্র:** আইসিসির ওয়েবসাইট।

**৪৫। নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি ২০২৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেছে?**

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল সার্ভিস*
(গ) বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন
(ঘ) গম ও ভুট্টা ইনস্টিটিউট

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ২০২৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন নয় জন ব্যক্তি ও একটি একটি প্রতিষ্ঠান।
- ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেয়া হয়।
- ২০২৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি হলো **বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।**

অন্য নয়জন ব্যক্তি হলেন:

| নাম | ক্ষেত্র |
|---|---|
| বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল সামসুল আলম, নে: এ.জি. মোহাম্মাদ খুরশীদ, শহিদ খাজা নিজামউদ্দীন ভূঁইয়া, জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী | স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ |
| জনাব পবিত্রমোহন দে | সংস্কৃতি |
| ড. মুহম্মদ মঈনুদ্দিন আহমদ (সেলিম আল দীন) | সাহিত্য |
| জনাব এ এস রকিবুল ইসলাম | ক্রীয়া |
| বেগম নাদিরা জাহান, ও ফিরদৌসী কাদরী | গবেষণা ও প্রশিক্ষণ |

**তথ্যসূত্র:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট।

**৪৬।' এই জানোয়ারদের হত্যা করতে' ব্যাঙ্গচিত্রটির শিল্পী কে?**

(ক) জয়নুল আবেদীন
(খ) কামরুল হাসান*
(গ) এস এম সুলতান
(ঘ) মর্তুজা বশীর

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে নামে ইয়াহিয়া খানের ব্যাঙ্গচিত্রের রচয়িতা হলেন **কামরুল হাসান।**
- তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার ছিলেন।
- তার অন্যান্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে তিন কন্যা, নাইওর, বারবেঁশে নৃত্য প্রভৃতি ।
- অপরদিকে, জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।
- তার উপাধি শিল্পাচার্য, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
- তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম গুলো হলো: ম্যাডোনা ৪৩, সংগ্রাম, মনপুরা ৭০, সাঁওতাল রমনী, বিদ্রোহী গরু, গায়ের বধূ প্রভৃতি নবান্ন ।
- বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন চিত্র শিল্পী হলেন এস এম সুলতান। তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম হলো চরদখল, হত্যাযজ্ঞ, ধান মাড়াই প্রভৃতি।
- মর্তুজা বশীর হলেন বাংলাদেশের অন্যতম চিত্রশিল্পী এবং কার্টুনিষ্ট।

**তথ্যসূত্র:** বাংলাপিডিয়া

**৪৭। নিচের কোনটি মেসো আমেরিকান সভ্যতা?**

(ক) ওলমেক সভ্যতা *
(খ) আকসুম সভ্যতা
(গ) ইনকা সভ্যতা
(ঘ) ইজিয়ান সভ্যতা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- মেসো আমেরিকা হলো বর্তমান মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকা নিয়ে গঠিত অঞ্চল।
- মেসো আমেরিকা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো:

  **১)ওলমেক সভ্যতা (১ম মেসো আমেরিকান সভ্যতা)**
  ২)মায়া সভ্যতা
  ৩)অ্যাজটেক সভ্যতা (সর্বশেষ মেসো আমেরিকান সভ্যতা)
- অপরদিকে, আকসুম সভ্যতা পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়া ও হরিত্রিয়া অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল।
- ইনকা সভ্যতার অবস্থান চিল বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে।
- ইজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গ্রীসের ক্রিট দ্বীপকে কেন্দ্র করে।

**তথ্যসূত্র:** ব্রিটানিকা।

**৪৮। কারাবাস কোন দেশের রাজধানী?**

(ক) কলম্বিয়া
(খ) ভেনেজুয়েলা *
(গ) সুরিনাম
(ঘ) আর্জেন্টিনা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **ভেনেজুয়েলার** রাজধানী হলো কারাবাস। এটি ভেনেজুয়েলার বৃহত্তম শহর।
- ভেনেজুয়েলা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে ক্যারিবীয় সাগরের তীরে অবস্থিত রাষ্ট্র।
- ভেনেজুয়েলার অর্থনীতির বড় উৎস হলো– খনিজ তেলে রপ্তানী।
- দেশটির মুদ্রার নাম বলিভার এবং ভাষা স্প্যানিশ।
- অন্যদিকে অর তিনটি দেশের রাজধানী, মুদ্রা ও ভাষা হলো:

| দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | ভাষা |
|---|---|---|---|
| কলম্বিয়া | বোগোটা | পেসো | স্প্যানিশ |
| সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনাম ডলার | ডাচ |
| আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আর্য়োস | পেসো | স্প্যানিশ |

**তথ্যসূত্র:** ব্রিটানিকা।

**৪৯। ইউরো মুদ্রা চালুকারী সর্বশেষ দেশ কোনটি?**

(ক) উত্তর মেসিডোনিয়া
(খ) লাটভিয়া
(গ) ক্রোয়েশিয়া*
(ঘ) রাশিয়া

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ইউরোজোনের ২০তম দেশ হিসেবে **ক্রোয়েশিয়া** ইউরো মুদ্রা চালু করে ১লা জানুয়ারি ২০২৩ সালে।
- ক্রোয়েশিয়ার পূর্বের মুদ্রার নাম ছিল কোনা।
- ইউরো মুদ্রার জনক হলো রবার্ট মুন্ডেল ।

iddaba
your success benchmark

- ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে ১৪টি দেশ ইউরো মুদ্রা চালু করে।
- অপরদিকে, উত্তর মেসোডোনিয়ার মুদ্রার নাম দিনার। যদিও দেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য তবুও ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেনি।
- ২০১৪ সালে ১৮তম দেশ হিসেবে লাটভিয়া ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে।
- ইউরোপের দেশ রাশিয়ার মুদ্রা রুবল। দেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত নয় এমনকি ইউরোজোনভুক্তও নয়।

**উৎস:** ব্রিটানিকা।

**৫০। প্রাচীন মিশরীয়রা কোন বর্ণ ব্যবহার করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো?**

(ক) কিউনিফর্ম
(খ) ক্যারোগ্লিফিক
(গ) হায়ারোগ্লিফিক*
(ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **হায়ারোগ্লিফিক** লিপির মাধ্যমে প্রাচীন মিশরীয়রা মনের ভাব প্রকাশ করতো।
- হায়ারোগ্লিফিক শব্দের অর্থ পবিত্র লিপি।
- মিশরীয়রা এই লিপি উদ্ভাবন করেন।
- এটিকে চিত্রলিপিও বলা হয়।
- অপরদিকে, কিউনিফর্ম লিপির উদ্ভাবন করে সুমেরীয়গণ ।
- এটি অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি।
- ব্রাহ্মী লিপি বাংলার প্রাচীনতম লিপিতাত্ত্বিক দলিল। এটি শব্দীয় বর্ণমালা লিপি, যেখানে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ আলাদা হয়ে থাকে।

**উৎস:** ব্রিটানিকা ও বাংলাপিডিয়া।

**৫১।'সোগডু' কোন দেশের আইনসভার নাম?**

(ক) মঙ্গোলিয়া
(খ) মায়ানমার
(গ) আফগানিস্তান
(ঘ) ভুটান*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ভুটানের আইনসভার নাম **সোগডু** বা পার্লামেন্ট অব ভুটান।
- এটি দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইসভা। উচ্চ কক্ষ হলো ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং নিম্নকক্ষ হাউজ অব রিপ্রেসেন্টিভ।
- অপরদিকে মায়ানমারের আইনসভার নাম পিদাংসু ।এর ইংরেজি নাম ইউনিয়ন এসেম্বলি।
- আইনসভাটি দু কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষ অ্যামিয়াথা হতুতাও, নিম্নকক্ষ পিথুততাও।
- উত্তর এশিয়া তথা দূরপ্রাচ্যের দেশ মঙ্গোলিয়ার আইনসভার নাম থুবাল।
- আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নাম লয়াজিরগা বা ন্যাশনাল এসেম্বলি।
- দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাটির উচ্চকক্ষের নাম মেশারানো জিরগা এবং নিম্নকক্ষের নাম ওলোনি জিরগা।

**উৎস:** ব্রিটানিকা।

**৫২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?**

(ক) এডলফ হিটলার
(খ) উইনস্টন চার্চিল
(গ) উড্রো উইলসন *
(ঘ) ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন **উড্রো উইলসন।**
- ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ পর্যন্ত বিশ্বের ক্ষমতাশীল দেশগুলোর মধ্যে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা Great war নামে পরিচিত।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের তালিকা নিম্নরূপ:

| দেশের নাম | সরকার/ রাষ্ট্রপ্রধান |
|---|---|
| ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী | লয়েড জর্জ |
| যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট | উড্রো উইলসন |
| রাশিয়ার জার | দ্বিতীয় নিকোলাস |
| জার্মান কাইজার | দ্বিতীয় উইলিয়াম |
| ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী | জর্জ ক্লেমেন শো |

- অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এডলফ হিটলার ছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর, উইনস্টন চার্চিল ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রি এবং ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

iddaBari
your success benchmark

**তথ্যসূত্র:** ব্রিটানিকা।

**৫৩। জার্মানি কর্তৃক কোন দেশ আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?**

(ক) জার্মানি
(খ) রাশিয়া
(গ) পোল্যান্ড*
(ঘ) ফ্রান্স

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি কর্তৃক **পোল্যান্ড** আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ২টি পক্ষ ছিল। একটি অক্ষশক্তি অপরটি মিশ্রশক্তি।
- অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলো জার্মানি, জাপান ও ইতালি।
- মিশ্রশক্তিতে ছিলো ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ।
- ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২য় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।
- ৭ মে ১৯৪৫ সালে জার্মানি মিত্রবাহিনীর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।
- ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।
- ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়।
- ৯ আগস্ট ১৯৪৫ জাপানের নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়।

**উৎস:** ব্রিটানিকা।

**৫৪। উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ কোনটি?**

(ক) ব্রাজিল
(খ) কানাডা*
(গ) রাশিয়া
(ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ হলো কানাডা।
- এটি আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।
- আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ হলো রাশিয়া।
- চীন আয়তনে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং জনসংখ্যায় বিশ্বের প্রথম দেশ।
- যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে।

**উৎস:** www.worldmeters.info/geography

**৫৫। জেসমিন বিপ্লব সংঘটিত হয় কোথায়?**

(ক) মিশর
(খ) লিবিয়া
(গ) তিউনিশিয়া*
(ঘ) জর্জিয়া

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- জেসমিন বিপ্লব সংঘটিত হয় **তিউনিশিয়ায়**।
- এই বিপ্লবের মাধ্যমে ২০১০ সালে আরব বসন্তের সূচনা হয়।
- এর বিষয়বস্তু ছিল তিউনিসিয়া সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সংঘটিত বিপ্লবের নাম হলোঃ

| দেশ | বিপ্লবের নাম |
|---|---|
| মিশর | নীল বিপ্লব |
| লিবিয়া | গ্রিন বিপ্লব |
| জর্জিয়া | গোলাপ বিপ্লব |
| কিরগিজিস্তান | টিউলিপ বিপ্লব |
| ইরান | শ্বেত বিপ্লব |

**উৎস:** ব্রিটানিকা।

**৫৬। নিচের কোনটি বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান নয়?**

(ক) IDA
(খ) MIGA
(গ) ITU*
(ঘ) IFC

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- **IBRD, IDA, IFC, ICSID, MIGA** এই মোট ৫টি প্রতিষ্ঠানকে একসাথে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ বলা হয়। এগুলোর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে অবস্থিত।
- IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৪৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এটি মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে ঋণ প্রদান এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।
- IFC (International Finance Corporation) ২০ জুলাই, ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ব্যক্তি বা বেসরকারি মালিকানাধীন খাতের উন্নয়নে ঋণ প্রদাণ করে।
- IDA (International Development Association) প্রতিষ্ঠা হয়- ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে। এটি স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ

প্রদান করে। এ কারণে এই সংগঠনটি soft loan window নামে পরিচিত।

- ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Investment সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।
- MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়তা করে।
- অপরদিকে, **ITU (International Telecommunication Union**) বা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন হচ্ছে জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা।
- এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেখানে বিশ্ব টিলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবার ক্ষেত্রে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বয় সাধিত হয়।

**উৎস: বিশ্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইট**

**৫৭। জাতিসংঘের স্বস্তি পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশ কয়টি?**

(ক) ১০ টি*
(খ) ১৫ টি
(গ) ৫ টি
(ঘ) ৬ টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- জাতিসংঘের স্বস্তি পরিষদের মোট সদস্য ১৫টি। **এর মধ্যে অস্থায়ী সদস্য দেশ ১০ টি** এবং স্থায়ী সদস্য সংখ্যা ৫টি।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে স্বস্তি পরিষদ বলা হয়। কারণ এ সংস্থাটি সদস্যভুক্ত দেশগুলিতে নিরাপত্তা প্রদান করে।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী দেশগুলোকে ২ বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়।
- প্রতি বছর ৫ টি করে নতুন সদস্য নির্বাচন করা হয়।
- ২০২৩-২৪ সালের জন্য নির্বাচিত ৫ টি দেশ হলো কুয়েডর, জাপান, মাল্টা, মোজাম্বিক ও সুইজারল্যান্ড।
- বাংলাদেশ ২ বার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়।
- সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি দেশ।
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ ৫১ টি।

**উৎস:** United Nation ওয়েবসাইট।

**৫৮। ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?**

(ক) বার্লিন
(খ) প্যারিস
(গ) ফ্রাঙ্কফুর্ট *
(ঘ) স্টার্সবার্গ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা European Central Bank (ECB) এর প্রধান কার্যালয় **জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে** অবস্থিত।
- ১৯৯৮ সালে ইউরো মুদ্রাগ্রহণকারী দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নিয়ে ECB গঠিত হয়েছে।
- ইউরোপীয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দ।
- ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সচিবালয় ফ্রান্সের স্টার্সবার্গে অবস্থিত।
- বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ২৭। সংস্থাটির সদর দপ্তর ব্রাসেলস(বেলজিয়াম)।

**উৎস:** ব্রিটানিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওয়েবসাইট।

**৫৯। সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?**

(ক) জাপান
(খ) ভারত
(গ) শ্রীলঙ্কা*
(ঘ) ভুটান

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র **শ্রীলংকার কলম্বোতে** অবস্থিত।
- সার্কের অন্যান্য কেন্দ্রের নাম এবং অবস্থান নিম্নরুপঃ

| কেন্দ্র নাম | স্থান |
|---|---|
| সার্ক সচিবালয় | কাঠমাণ্ডু, নেপাল |
| সার্ক কৃষি কেন্দ্র | ঢাকা, বাংলাদেশ |
| সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র | কলম্বো, শ্রীলংকা |
| সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় | নয়াদিল্লি, ভারত |
| সার্ক বন কেন্দ্র | থিম্পু, ভুটান |
| সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র | গুজরাট, ভারত |
| সার্ক জ্বালানি ও পরিবেশ কেন্দ্র | ইসলামাবাদ, পাকিস্তান |

**উৎস:** সার্ক ওয়েবসাইট।

**৬০। UNEP এর সদর দপ্তর কোথায়?**

(ক) জেনেভা
(খ) নেদারল্যান্ড
(গ) নাইরোবি*
(ঘ) নিউইয়র্ক

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP (United Nations Environment Programme) এর সদর দপ্তর, **কেনিয়ার নাইরোবিতে** অবস্থিত।
- ১৯৭২ সালের ৫ জুন UNEP প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য এটি চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার দিয়ে থাকে।
- ২০১৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণে শেখ হাসিনা 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পেয়েছিলেন।
- UNEP এর বর্তমান প্রধান ইনগের এন্ডারসন।
- জেনেভা, নিউইয়র্ক এবং নেদারল্যান্ড যে সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত সেগুলো হলোঃ

| সদর দপ্তর | সংগঠন |
|---|---|
| জেনেভা | ILO, WHO, WTO, WMO, WIPO, UNHCR, UNCTAD, UNHRC ইত্যাদি |
| নিউইয়র্ক | জাতিসংঘ, UNDP, UN WOMEN, CEDAW, UNIFEM প্রভৃতি। |
| নেদারল্যান্ড | গ্রিন পিস |

**উৎস:** UN এর ওয়েবসাইট।

**৬১। ব্রিকসের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ ছিল কতটি?**

(ক) ৫ টি
(খ) ৪ টি*
(গ) ৩ টি
(ঘ) ২ টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- উদীয়মান অর্থনীতির জোট ব্রিকসের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ ছিল ৪ টি।
- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত এবং চীন এই ৪ টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ২০০৬ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে ব্রিকস গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।
- এর প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে এই ৪ টি দেশ নিয়ে ব্রিকস প্রিতিষ্ঠিত হয়।
- ২০১১ সালে দক্ষিণ আমেরিকা যোগ দিলে এর নাম হয় ব্রিকস।
- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্রিকসের ১৫ তম সম্মেলনে আরও ৬ টি দেশকে এর সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়।
- এগুলো হলোঃ আর্জেন্টিনা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য পদ লাভ করবে।
- ব্রিকসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাংক এনডিবি এর বর্তমান সদস্য ৮ টি।

**উৎস:** ব্রিকস এর ওয়েবসাইট।

**৬২। বর্তমানে শেনঝেন ভূক্ত দেশের সংখ্যা কতটি?**

(ক) ২৭ টি*
(খ) ২৮ টি
(গ) ২৬ টি
(ঘ) ২৫ টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- শেনঝেন চুক্তি হলো ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে অবাধ চলাচল সংক্রান্ত একটি চুক্তি।
- ১৯৮৫ সালের ১৪ জুন লুক্সেমবার্গের শেনঝেন শহরে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাথমিকভাবে ৫টি দেশ এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে।
- বর্তমান **২৭টি** ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে শেনঝেন চুক্তির আওতায় অবাধে চলাচল করা যায়।
- সেনজেন ভুক্ত সর্বশেষ দেশের নাম হলো ক্রোয়েশিয়া।
- এ চুক্তির আওতায় সীমানাবিহীন এলাকাকে শোনঝেন এলাকা বলা হয়।

**উৎস:** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওয়েবসাইট।

**৬৩। ডি ৮ এর সদর দপ্তর কোথায়?**

(ক) জাকার্তা
(খ) ঢাকা
(গ) ইস্তাম্বুল*
(ঘ) জেদ্দা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ডি ৮ হলো মুসলিম উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক জোট।
- এর সদর দপ্তর তুরস্কের **ইস্তাম্বুলে** অবস্থিত।
- এটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এর সদস্য ৮টি দেশ হলোঃ বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্ক।

Bidyabari your success benchmark

- সংস্থাটির উদ্যোক্তা দেশ ছিল তুরস্ক।
- ডি–৮ এর বর্তমান মহাসচিব হলো ইসিয়াকা আবদুল কাদির ইমাম।

উৎস: ডি ৮ এর ওয়েবসাইট।

**৬৪। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন দুটি দেশের মধ্যে?**

(ক) ইরান-ইরাক
(খ) ফিলিস্তিন-ইসরাইল
(গ) মিশর-ইসরাইল*
(ঘ) ভারত-পাকিস্তান

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সালের USA এর ক্যাম্প ডেভিড অবকাশযাপন কেন্দ্রে **মিশর-ইসরাইল** ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- মিশরের পক্ষে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- এ চুক্তির ফলাফল ছিলো যে, মিশর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় এবং ইসরাইল দখলকৃত সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দেয়।
- এই চুক্তির ফলে ১৯৭৯ এ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন।
- অপরদিকে, ইরান-ইরাকের মধ্যে আলজিয়ার্স চুক্তি হয় ১৯৭৫ সালে।
- ফিলিস্তিন-ইসরাইলের মধ্যে ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

**উৎস:** ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।

**৬৫। NPT কী?**

(ক) পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষারোধ চুক্তি
(খ) স্থললাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি
(গ) পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধ চুক্তি *
(ঘ) জাতিসংঘ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) হলো **পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধ চুক্তি।**
- এটি ১৯৬৮ সালের ১লা জুলাই স্বাক্ষরিত হয়।
- উদ্দেশ্য ছিল যে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ পারমাণবিক অস্ত্র বিক্রি করতে পারবেনা বা অস্ত্র তৈরীতে সাহায্য করতে পারবেনা।
- চুক্তিটি এ পর্যন্ত ১৯১ টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৫১টি দেশ অনুসমর্থন করেছে।
- বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- উত্তর কোরিয়া স্বাক্ষর করেও ২০০৩ সালে প্রত্যাহার করে নেয়।

**উৎস:** UN এর ওয়েবসাইট।

**৬৬। একই পদার্থের তিন অবস্থায় রূপান্তরের কারণ কি?**

(ক) তাপের প্রভাব*
(খ) রাসায়নিক পরিবর্তন
(গ) অণুর বিন্যাস
(ঘ) পরমাণুর বিন্যাস

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- একই পদার্থের তিন অবস্থায় রূপান্তরের কারণ তাপের প্রভাব।
- তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি, যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি যোগায়।
- পানি একমাত্র পদার্থ যা প্রকৃতিতে কঠিন (বরফ), তরল (পানি) এবং বায়বীয় (জলীয় বাষ্প) তিন অবস্থায়ই পাওয়া যায়। একে নিম্নভাবে লিখা যায়:

কঠিন $\underset{\text{শীতলকরণ}}{\overset{\text{তাপ}}{\leftrightarrows}}$ তরল $\underset{\text{শীতলকরণ}}{\overset{\text{তাপ}}{\leftrightarrows}}$ বায়বীয়

(বরফ) (পানি) (জলীয় (বাষ্প)

- তাপ প্রদানের ফলে কঠিন পানি (বরফ) গলে তরল হয় এবং আরও তাপ দিলে বাষ্পে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, পদার্থ থেকে তাপ অপসারণ (শীতলকরণ) করলে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে।
- রাসায়নিক পরিবর্তনে বস্তুর রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হয়। যেমন: লোহায় মরিচা পড়া।
- অণুর বিন্যাস বলতে অণু পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হওয়াকে বোঝায়। যেমন: অক্সিজেন অণু ($O_2$), দুইটি অক্সিজেন পরমাণুতে ($O_2 \Rightarrow o + o$) পরমাণুতে বিভক্ত হওয়াকে বোঝায়।

**উৎস:** মাধ্যমিক রসায়ন (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**৬৭। কোনো কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা কিসের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়?**

(ক) বাষ্পীভবন
(খ) স্ফুটনাঙ্ক
(গ) গলনাঙ্ক*

(ঘ) ঘনীভবন

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- কোনো কঠিন পদার্থ বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ তা পদার্থের গলনাঙ্কের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।
- যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ গলে তরলে পরিণত হয়, তাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বলে।
- গলনাঙ্কের মাধ্যমে কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায়।
- কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক দেয়া হল:

| পদার্থ | গলনাঙ্ক | স্ফুটনাঙ্ক |
|---|---|---|
| পানির গলনাঙ্ক | ০° সেলসিয়াস | ১০০° সেলসিয়াস |
| তামার গলনাঙ্ক | ১০৮৩° সেলসিয়াস | ২৩১০° সেলসিয়াস |
| হীরার গলনাঙ্ক | ৩৫৫০° সেলসিয়াস | ৪৮২৭° সেলসিয়াস |

- স্ফূটনাঙ্ক হচ্ছে পদার্থের সেই অবস্থা যেই অবস্থায় পদার্থ ফুটতে শুরু করে।
- কোনো তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে।
- ঘনীভবন হলো বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ, বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থকে তরলে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো ঘনীভবন।

**উৎস:** মাধ্যমিক রসায়ন (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**৬৮। মানুষের রক্তের $P^H$ কত?**

(ক) ৭.০

(খ) ৭.৪*

(গ) ৭.৬

(ঘ) ৭.২

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- মানুষের রক্তের $P^H$ ৭.৪।
- রক্ত ঈষৎ ক্ষারীয়। $P^H$ দ্বারা রক্তে ক্ষারের পরিমাণ বোঝায়।
- মানুষের রক্তের $P^H$ এর মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫।
- রক্ত হলো তরল যোজক টিস্যু (কলা)।
- রক্তরস (৫৫%) এবং রক্তকণিকা (৪৫%)- এ ২টি উপাদান নিয়ে রক্ত গঠিত।
- রক্তে ৩ ধরনের কণিকা থাকে। শ্বেত রক্তকণিকা, লোহিত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা।
- একজন পূর্ণ বয়স্ক ও স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের শরীরে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে।
- মানুষের শরীরের ওজনের ৮% থাকে রক্ত।
- মানুষের শরীরে অক্সিজেন পরিবহণ হয় রক্তের মাধ্যমে।

**উৎস:** জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৬৯। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে কোনটি খাওয়া উচিত নয়?**

(ক) মুরগীর মাংস

(খ) খাসির মাংস*

(গ) পালং শাক

(ঘ) বেলে মাছ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে খাসির মাংস খাওয়া উচিত নয়।
- কোরেস্টেরল হল এক ধরণের অসম্পৃক্ত অ্যালকোহল।
- অন্যান্য স্নেহ পদার্থের সাথে মিশে রক্তে বাহক হিসাবে কাজ করে কোলেস্টেরল।
- রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক পরিমাণ 100-200 mg/dl.
- রক্তে এর মাত্রা বেড়ে গেলে করোনারী ধমনীতে চর্বি জমে হৃৎপিন্ডে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হার্ট এটাক (Myocardial Infarction) হয়।
- রক্তে এর মাত্রা বেড়ে গেলে কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার (খাসির মাংস, গরুর মাংস, মগজ, কলিজা, ডিমের কুসুম) খাওয়া উচিত নয়।

**উৎস:** জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭০। কোন খনিজ লবণের অভাবে গাছের পাতা ও ফুল ঝরে যায়?**

(ক) ফরফরাস*

(খ) পটাসিয়াম

(গ) লৌহ

(ঘ) ম্যাগনেসিয়াম

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ফরফরাসের অভাবে গাছের পাতা ও ফুল ঝরে যায়।
- উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশের জন্য মাটি থেকে আয়ন হিসাবে পানি ও খনিজ লবণ সহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান শোষণ করে থাকে মূলের সাহায্যে।
- উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ১৭টি। এর মধ্যে ম্যাক্রোমৌল (মুখ্য পুষ্টি) ৯টি এবং মাইক্রোমৌল (গৌণ পুষ্টি) উপাদান সংখ্যা ৮টি।
- বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব দেয়া হল:

Bidyabari your success benchmark

* ফরফরাস (P) এর অভাবে গাছের পাতা বেগুনি রং ধারণ করে এবং পাতা ও ফুল ঝরে যায়।
* পটাসিয়ামের (K) অভাবে পাতার কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়।
* লৌহ (Fe) বা আয়রণ এবং ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) অভাবে পাতা ফ্যাকাশে বা বিবর্ণ রং ধারণ করে।
* নাইট্রোজেন ($N_2$) এর অভাবে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে, ফলে পাতার রং হলুদ হয়ে যায়। একে ক্লোরোসিস বলে।

**উৎস:** মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**৭১। চা পাতায় কোন ভিটামিন থাকে?**

(ক) ভিটামিন এ
(খ) ভিটামিন বি কমপ্লেক্স*
(গ) ভিটামিন সি
(ঘ) ভিটামিন কে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- চা পাতায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে।
- ভিটামিন: স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে।
- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স: ভিটামিন 'বি' গোত্রের ৮টি দ্রবণীয় 'বি' ভিটামিনের যৌগকে একত্রে ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স বলা হয়। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সভুক্ত ৮টি ভিটামিনের নাম, উৎস, রাসায়নিক নাম ও অভাবজনিত রোগের নাম দেয়া হল:

| ভিটামিন | উৎস | রাসায়নিক নাম | অভাবজনিত রোগ |
|---|---|---|---|
| ভিটামিন $বি_১$ | দুধ, ডিমের সাদা অংশ, শিম, ছোলা, সয়াবিন, ইস্ট, মাংস, চীনাবাদাম, শাকসবজি | থায়ামিন | বেরিবেরি |
| ভিটামিন $বি_২$ | দুধ, ডিমের সাদা অংশ, শিম, ছোলা, সয়াবিন, ইস্ট, মাংস, চীনাবাদাম, শাকসবজি | রিবোফ্লেভিন | ঠোঁট ও জিহ্বায় ঘা |
| ভিটামিন $বি_৩$ | টুনা মাছ, যকৃত, মুরগির মাংস, শস্যদানা, মাশরুম, দুধ | নিয়াসিন | পেলেগ্রা রোগ, স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের বৃদ্ধি হ্রাস |
| ভিটামিন $বি_৫$ | ডিম, দুধ, মাংস, ইস্ট | পেন্টোথেনিক এসিড | হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা |
| ভিটামিন $বি_৬$ | যকৃত, ডিমের কুসুম, মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, গম, ইস্ট, শাকসবজি | পাইরিডক্সিন | স্নায়ুর সমস্যা, রক্তশূন্যতা, খিঁচুনি |
| ভিটামিন $বি_৭$ | যকৃত, ডিমের কুসুম, শস্যদানা | বায়োটিন | মাথার চুল ঝরা |
| ভিটামিন $বি_৯$ | যকৃত, সবুজ শাক সবজি | ফলিক এসিড | রক্তশূন্যতা, ডার্মাটাইটিস রোগ হয় |
| ভিটামিন $বি_{১২}$ | মাছ, মাংস, ডিম বৃক্ক, যকৃত, দুধ পনির | সায়ানো-কোবালামিন | রক্তস্বল্পতা, স্নায়বিক অনুভূতি লোপ, লোহিত রক্তকণিকার অপরিণত থাকা |

- চা পাতায় বিটামিন 'বি' ছাড়াও, ক্যাফেইন, অ্যামাইনো এসিড, খনিজ লবণ, টেনিন ইত্যাদি থাকে।
- দুধ, ডিম, মাখন, গাজর, টমেটো, সবুজ শাকসবজি, পাকা ফলমূল ইত্যাদিতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। এই ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়।
- সাইট্রাস জাতীয় ফল (লেবু, কমলা, মাল্টা); সবুজ শাকসবজি, আমলকি, আম, পেঁপে, ফুলকপি, ইত্যাদি থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এই ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।
- সবুজ শাকসবজি, সয়াবিন, যকৃত, ডিমের কুসুম, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি থেকে ভিটামিন কে পাওয়া যায়। এই ভিটামিনের অভাবে রক্ত জমাট বাঁধায় সমস্যা হয়।

**উৎস:** জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭২। মানব দেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কী?**

(ক) কার্ডিওগ্রাফ
(খ) স্টেথোস্কোপ
(গ) স্ফিগমোম্যানোমিটার*
(ঘ) ইকো-কার্ডিওগ্রাফ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার।
- রক্তচাপ: হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে প্রবাহমান রক্ত রক্তনালীর গায়ে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার বলে।
- একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের আদর্শ রক্তচাপ ১২০/৮০।
- একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭২ বার।
- মানুষের হৃৎপিন্ড ৪ প্রকোষ্ঠ, তেলাপোকার ১৩ প্রকোষ্ঠ, ব্যাঙের ৩ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।

- হৃৎপিন্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র কার্ডিগ্রাফ।
- স্টেথোস্কোপ হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা এবং রেকর্ড করার যন্ত্র।
- হৃদস্পন্দনকে রেখাচিত্রে প্রকাশের যন্ত্র ইকো-কার্ডিওগ্রাফ।

**উৎস:** জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭৩। মানবদেহের রোগের দর্পণ বলা হয় কোনটিকে?**

(ক) বৃক্ক
(খ) জিহ্বা*
(গ) যকৃত
(ঘ) পাকস্থলী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- মানবদেহের রোগের দর্পণ বলা হয় জিহ্বাকে।
- জিহ্বার রং দেখে চিকিৎসকরা রোগের লক্ষণ চিহ্নিত বা নির্ণয় করেন। রোগের ভিন্নতায় জিহ্বা নানা বর্ণ ধারণ করে। যেমন:
  ১. করোনাভাইরাসের সংক্রমণে শরীরে অক্সিজেনের স্বল্পতায় জিহ্বা নীলাভ রং ধারণ করে।
  ২. কিডনি কিংবা ফুসফুসের রোগে জিহ্বা নীলাভ হয়।
  ৩. শরীরে পানি শূন্যতায় জিহ্বা সাদা রং ধারণ করে।
  ৪. স্কারলেট ফিভার বা কাওয়াসাকি ডিজিজ (শিশুদের) হলে জিহ্বা লাল রং ধারণ করে।
  ৫. হজমের সমস্যায় জিহ্বা ধূসর রং ধারণ করে।
- অপরদিকে, মানদেহের ছাঁকনি যন্ত্র বলা হয় বৃক্ক কে।
- মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয় যকৃতকে।
- মানবদেহের রাসায়নিক কারখানা বলা হয় পাকস্থলীকে।

**উৎস:** জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭৪। গ্রিন হাউজ গ্যাস নয় কোনটি?**

(ক) মিথেন
(খ) অক্সিজেন*
(গ) কার্বন ডাই অক্সাইড
(ঘ) নাইট্রাস অক্সাইড

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- গ্রিন হাউজ: গ্রিন হাউজ হলো একটি কাঁচের তৈরি ঘর। শীতপ্রধান দেশে বাইরের তাপমাত্রা থেকে বাঁচার জন্য কাঁচের তৈরি যে ঘরে গাছপালা বা শাকসবজি চাষ করা হয়, তাকে গ্রিন হাউজ বলা হয়।
- সুইডিস রসায়নবিদ আরহেনিয়াস ১৮৯৬ সালে সর্বপ্রথম গ্রিন হাউজ কথাটি ব্যবহার করেন।
- গ্রিন হাউজ গ্যাস: বায়ুমন্ডলে অবস্থিত যেসব গ্যাস সূর্যের আলো শোষণ ও বিকিরণের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী, তাকে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলে।
- কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রিন হাউজ গ্যাস হলো মিথেন ($CH_4$), কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$), নাইট্রাস অক্সাইড ($N_2O$), কার্বন মনোক্সাইড ($CO$), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC), ওজোন ($O_3$)।
- অক্সিজেন ($O_2$) গ্রিন হাউজ গ্যাস নয়।
- গ্রিন হাউজ ইফেক্টের জন্য পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল বিশেষ করে বাংলাদেশের নিম্নভূমি পানিতে নিমজ্জিত হতে পারে।

**উৎস:** জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭৫। বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি?**

(ক) মেরু অঞ্চলে*
(খ) বিষুব অঞ্চলে
(গ) পৃথিবীর কেন্দ্রে
(ঘ) পাহাড়ের ওপর

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বস্তুর ওজন মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।
- মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে বেশি, $g = 9.83217\ ms^{-2}$। তাই সেখানে বস্তুর ওজনও সবচেয়ে বেশি।
- বিষুব অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে কম, $g = 9.78039\ ms^{-2}$ তাই সেখানে বস্তুর ওজনও কম।
- পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 0$ তাই বস্তুর ওজনও শূন্য। অর্থাৎ, পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তু নিজেকে ওজনহীন অনুভব করে।
- অভিকর্ষজ ত্বরণ: অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। একে g দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- 45° সমুদ্র অক্ষাংশে g এর মানকে আদর্শ মান ধরা হয় এবং g এর মান, $g = 9.8ms^{-2}$ বা $9.81ms^{-1}$.

**উৎস:** মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

**৭৬। কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তি কোনটি?**

(ক) হার্ডওয়্যার
(খ) সফটওয়্যার

Bidyabari your success benchmark

(গ) RAM
(ঘ) ROM*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ROM এর পূর্ণরূপ Read Only Memory.
- এটি কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তি।
- কম্পিউটার পরিচালনার সকল তথ্য ROM এ লিপিবদ্ধ থাকে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলেও এতে তথ্য সংরক্ষিত থাকে, তাই একে Non-Volatile মেমোরি বলে।
- হার্ডওয়্যার: কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো, যন্ত্র, ডিভাইসসমূহ, যন্ত্রাংশ, মনিটর, প্রিন্টার, মাউস, কী-বোর্ড সব কিছুই হার্ডওয়্যার।
- সফটওয়্যার: কম্পিউটারে ব্যবহৃত Application বা প্রোগ্রামসমূহ (Power Point, Excel, Photoshop, Media Player ইত্যাদি) হলো সফটওয়্যার।
- RAM: এর পূর্ণরূপ Random Access Memory.
- এটি কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তি বা Primary memory.
- এতে সংরক্ষিত তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা সম্ভব।
- বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায়, তাই একে Volatile মেমোরি বলা হয়।
- কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় সিলিকন দিয়ে।

**উৎস:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭৭। আধুনিক এমবেডেড সিস্টেমে কোনটি ব্যবহৃত হয়?**

(ক) মাইক্রোপ্রসেসর
(খ) প্রসেসর
(গ) মাইক্রোকন্ট্রোলার*
(ঘ) চিপ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- এমবেডেড সিস্টেম: বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরিকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার হলো এমবেডেড সিস্টেম বা কম্পিউটার।
- ATM মেশিন, ওয়াশিং মেশিন, এসি, প্রিন্টার, মোবাইল, রাউটার, ভিডিওগেম, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি এমবেডেড সিস্টেমের উদাহরণ।
- এই সিস্টেমে বিদ্যুৎ খরচ কম এবং আকারে ছোট হওয়ায় খুবই জনপ্রিয়।
- ATM এর পূর্ণরূপ Automated Teller Machine.
- এমবেডেড সিস্টেমে সাধারণত ফ্লাশ মেমোরি ব্যবহৃত হয়। এটি স্থায়ী কম্পিউটার স্টোরেজ মাধ্যম, বৈদ্যুতিকভাবে মুছা যায় এবং পুনরায় প্রোগ্রাম করা যায়।
- আধুনিক এমবেডেড সিস্টেমে মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যবহৃত হয়।
- মাইক্রোকন্ট্রোলার হলো ছোট চিপযুক্ত কম্পিউটার।
- অফিস মেশিন, রোবট, মোটরযান, হোম অ্যাপ্লায়েন্স সহ বিভিন্ন গ্যাজেটে এমবেডেড সিস্টেমের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এর দ্বারা।

**উৎস:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭৮। Trojan horse কী?**

(ক) হার্ডওয়্যার
(খ) সফটওয়্যার
(গ) ম্যালওয়্যার*
(ঘ) ফার্মওয়্যার

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- Trojan horse হলো এক ধরনের ম্যালওয়্যার।
- ম্যালওয়্যার হলো কম্পিউটারের ক্ষতিকর প্রোগ্রাম।
- এটি কম্পিউটারে প্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করে এবং কম্পিউটারের ক্ষতি করে।
- অন্য কম্পিউটার থেকে ফাইল কপি করা বা Infected USB ডিভাইস ব্যবহার করলে এটি ছড়ায়।
- বিভিন্ন ফর্মের ম্যালওয়্যার রয়েছে। যেমন: ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান, স্পাইওয়্যার, লজিক বম্ব, কম্পিউটার ভাইরাস ইত্যাদি।
- কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো, যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, মনিটর, প্রিন্টার, মাউস ইত্যাদি হল হার্ডওয়্যার।
- কম্পিউটারে ব্যবহৃত Application বা প্রোগ্রামসমূহ (এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ফটোশপ, মিডিয়া প্লেয়ার ইত্যাদি) হলো সফটওয়্যার।
- ফার্মওয়্যার হলো এমন একটি প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার তৈরির সময় ROM এ স্থায়ীভাবে দেয়া হয়।
- কম্পিউটার চালু করলে মনিটর বা স্ক্রিনে দেখানো স্বয়ংক্রিয় তথ্যগুলো ফার্মওয়্যারের আউটপুট।

**উৎস:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৭৯। HTML এর পূর্ণরূপ কী?**

(ক) Hyper Text Make Language

Biddabari your success benchmark

(খ) High Text Markup Language
(গ) Hyper Text Move Language
(ঘ) Hyper Text Markup Language*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- HTML একটি মেশিন রিডেবল স্ট্যান্ডার্ড মার্ক আপ ভাষা, এর মাধ্যমে ওয়েব পেইজের গঠন তৈরি করা হয়।
- এর মাধ্যমে বিভিন্ন web page সাজানো হয়।
- টিম বার্নার লী (Tim Berners Lee) ১৯৯০ সালে HTML আবিষ্কার করেন।
- HTML এর তৈরি ওয়েব পেইজের প্রধান অংশ ২টি (Head অংশ এবং Body অংশ) ।
- HTML এ Heading tag থাকে ৬ ধরনের।
- HTML ফাইলের এক্সটেনশন .html বা .htm.

**উৎস:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

**৮০। আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কার করেন?**

(ক) ব্লেইস প্যাসকেল
(খ) উইলবার রাইট
(গ) জন বেয়ার্ড
(ঘ) হাওয়ার্ড আইকেন*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাওয়ার্ড এইচ আইকেন ১৯৪৪ সালে আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কার করেন।
- এটির নাম ছিল ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) বা মার্ক-১।
- এটি পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার এবং স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র।
- এতে ভ্যাকুয়াম ভালভ ব্যবহার করা হয়নি।
- অপরদিকে, কম্পিউটারের জনক বলা হয় চার্লস ব্যাবেজ কে।
- আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় জন ভন নিউম্যান কে।
- বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার (মডেল IBM 1620) স্থাপিত হয় ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে।
- প্যাসকেল তরল পদার্থের চাপের নীতি আবিষ্কার করেন।
- উইলবার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন।
- জন বেয়ার্ড টেলিভিশন আবিষ্কার করেন।
- **উৎস:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ-দ্বাদশ) শ্রেণী।

iddabari
your success benchmark